Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

তাকওয়া

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সৈয়দা আসমা

রোলঃ 227021800

২৬ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

তাকওয়া

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সৈয়দা আসমা

রোলঃ 227021800

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " তাকওয়া" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সৈয়দা আসমা, আইডিঃ 227021800 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " তাকওয়া " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২৬ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

সৈয়দা আসমা

আইডিঃ 227021800

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা.. ৫

তাক্বওয়া সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরামের উক্তি ৭

হাদীসে নব্বীতে তাক্বওয়া মাহাত্ম্য :...১১

সাইয়্যেদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর তাক্বওয়া বা খোদাভীতিঃ ..১৩

সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) গনের আল্লাহ ভীতির কিছু নমুনা ঃ..............১৬

এক আনসারী যুবকের খোদাভীতিঃ.. ২০

জনৈক রাখালের খোদাভীতিঃ.. ২০

তাক্বওয়ার স্তরসমূহ ২২

মুত্তাক্বীদের গুনাবলীঃ... ২৪

তাক্বওয়ার স্থান ২৫

কোন কোন স্থানে আল্লাহকে ভয় করতে হবে................................ ২৬

তাক্বওয়া অর্জনের প্রতি উৎসাহ প্রদান ২৮

মুত্তাকী হয়ার উপায়সমূহ..৩০

পরিশিষ্ট্য : ৩৪

সহায়ক গ্রন্থসমূহ ঃ ৩৫

ভূমিকা

বিইসমীহি তায়ালা

তাক্বওয়া (التقوى) আরবী শব্দ। এটি মূলত وقيٌّ মূলধাতু হতে নির্গত। এর মাসদার বা ক্রিয়ামূল হচ্ছে الاتقاء (আল ইত্তেক্বেউ)।

তাক্বওয়ার আভিধানিক অর্থ বাঁচা, হেফাজন করা, রক্ষা করা ইত্যাদি।

পারিভাষিক অর্থে আল্লাহর ক্রোধ, অসন্তোষ এবং তার শাস্তি থেকে বেঁচে থাকার জন্য অথবা তা থেকে প্ররিত্রান লাভের আমায় তাঁর নির্দেশিত বিষয় প্রতিপালণ করা এবং নিষিদ্ধ বিষয় পরিহার করা।

সুতরাং, সমস্ত ওয়াজিব কর্ম প্রতিপালন করা এবং নিষিদ্ধ ও সনিগ্ধ বিষয় পরিহার করা পূর্নাঙ্গ তাক্বওয়ার পরিচায়ক। কোন কোন ক্ষেত্রে বৈধ কাজ সম্পাদন ও অপছন্দনীয় কাজ ত্যাগ করা ও তাক্বওয়ার শামিল।

অতএব, পরিপূর্ন তাক্বওয়ার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হয় ওয়াজিব কর্ম সম্পাদন করা এবং হারাম ও সন্দেহপূর্ণ বা যুক্ত বিষয় পরিহার করা। কখনও এর মধ্যে শামিল হয় কিছু কিছু বৈধ কাজ থেকে দূরে থাকা এবং অপছন্দনীয় কাজ পরিত্যাগ করা।

তাক্বওয়াকে কখনও আল্লাহর নামের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়। যেমন, আল্লাহ তায়ালা বলেন : وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ অর্থাৎ, "আর ভয় কর আল্লাহকে যাঁর নিকট তোমাদেরকে একত্র করা হবে।"

আর এরশাদ হয়েছে

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

অর্থাৎ, "হে মুমিনগন আল্লাহকে ভয় কর; প্রত্যেকেই ভেবে দেখুক আগামীকালের জন্য সে কী অগ্রিম পাঠিয়েছে"।

আল্লাহর দিকে তাক্বওয়া শব্দটি সম্বন্ধিত করা হলে অর্থ হবে তাঁর ক্রোধ ও রাগ থেকে বাঁচা। আর এটাই হচ্ছে বড় তাক্বওয়া। কেননা ক্রোধের কারনেই পার্থিব ও পরকালীন জীবনে শাস্তি হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "আর আল্লাহ তাঁর নিজের সম্বন্ধে" - وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَه তোমাদের সাবধান করেছেন।" তিনি অন্যত্র আরো বলেন, هُوَ أَهْلُ التَّقوى وَ أَهْلُ الْمَغْفِرَةِ

অর্থাৎ, "তিনিই ভয়ের যোগ্য এবং তিনিই ক্ষমা করার অধিকারী"। এই কারনে মহান আল্লাহই একমাত্র স্বত্তা যাকে ভয় করা হয় এবং এ কারনে বান্দা তারঁর ইবাদাত ও আনুগত্য করে।

আবার কখনও তাক্বওয়া শব্দকে আল্লাহর শাস্তি কিংবা শাস্তির স্থান তথা জাহান্নামের দিকে অথবা সময়ের দিকে তথা কেয়ামত দিবসের দিকে সম্বন্ধিত করা হয়। যেমন, আল্লাহ তায়ালা বলেন : وَاتَّقُو ا لنَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ অথাৎ, "তোমরা সেই অগ্নিকে ভয় কর যা কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে"। অন্যত্র তিনি এরশাদ করেছেন

فَاتَّقُو ا لنَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا لنَّاسُ وَالْحِجَا رَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

অথবা, "তবে সেই আগুনকে ভয় কর মানুষ এবং পাথর হবে যার ইন্ধন, কাফিরদের জন্য যা প্রস্তুত রয়েছে"। তিনি আর ও বলেন, وَاتَّقُو ا يَوْمًا رْ جَعُونَ تُ فِيهِ إِلَى اللَّهِ

অর্থাৎ, "তোমরা সেই দিনকে ভয় কর যেদিন তোমরা আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে"।

তাক্বওয়া সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরামের উক্তি

হযরত আলী (রাঃ) এর উক্তি : কুমাইল ইবনে যিয়াদ (রহঃ) বলেন, আমি একদিন আলী (রাঃ) এর সাথে বের হলাম। তিনি এক ময়দানে পৌঁছে একটি কবরস্থানের দিকে ফিরলেন এবং বললেন, "হে ক্বরবাসী, হে জরা-জ্বীর্ন, হে নির্জণবাসী, তোমাদের কি খরব? আমাদের খবর তো এই যে, (তোমাদের পরিত্যাক্ত) ধনসম্পদ বন্টন হয়ে গিয়েছে, সন্তানাদি এতীম হয়ে গিয়েছে, তোমাদের স্ত্রীগণ অন্য স্বামী গ্রহন করেছে। এই তো আমাদের খবর, তোমাদের কি খবর? তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেল হে কুমাইল! যদি তাদের জবাব দেবার অনুমতি থাকত তবে তারা বলত উত্তম সম্বল হল তাক্বওয়া। তারপর আলী (রাঃ) কাঁদতে লাগলেন এবং বললেন, হে কুমাইল। কবর হল আমলের সিন্দুক, মৃত্যুর সময় সব জানতে পারবে।
হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন, আল্লাহপাক আমার কোন আমল কবুল করেন তা জানতে পারা আমার নিকট যমীন ভরা স্বর্ণ অপেক্ষা প্রিয়।
হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন: জ্ঞানী ও হুঁশিয়ার লোকদের নিদ্রা যাওয়া ও রোযা ভঙ্গাক রা কতই না উত্তম। তাক্বওয়া ও এক্বিনওয়ালা ব্যক্তির ক্ষুদ্রতম নেক আমল মুর্খ লোকদের এবাদত অপেক্ষা অধিক পরিমানে বড় ও উত্তম ও পাহাড়সম অপেক্ষা ভারী।
হয়রত আবু দারদা (রাঃ) বলেন ঃ আল্লাহপাক আমার কোন একটি নামাজ কবুল করেছেন তা পরিপূর্ন বিশ্বাসের সাথে জানতে পারা 'আমার নিকট দুনিয়া ও তন্মধ্যে অবস্থিত সকল জিনিস অপেক্ষা প্রিয়। কারন আল্লাহপাক বলেণ : ٱلْمُتَّقِينَ مِنَ اللَّهُ يَتَقَبَّلُ إِنَّمَا " আল্লাহ-তায়ালা মুত্তাকীগণের আমলই কবুল করেন।" সুতরাং, কারো আসল কবুল হওয়া তর মুত্তাকী হওয়ার প্রমান।
হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) বলেন, তোমাদের যে কেহ আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য কোন (হারাম) বস্তুকে ত্যাগ করে তবে আল্লাহ তায়ালা ধারনাতীতরূপে উহা অপেক্ষা উত্তম বস্তু তাকে দান করেন। আর যে কেহ সাধারণ মনে করে কোন হারাম বস্তু গ্রহন করে তাবে আল্লাহপাক তার জন্য ধারনাতীত রূপে কঠিন অবস্থার সৃষ্টি করেন।
আবু দরাদা (রাঃ) আরও বলেন, পরিপূর্ণ তাক্বওয়া হল আল্লাহকে এই পরিমান ভয় কর যে, সরিষার দানা পরিমান গোনাহ থেকে বাঁচবেই, সন্দেহজনক হালাল বিষয় থেকেও বিরত থাকবে।
ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, তাকওয়াবান ব্যক্তি বলতে সেসব মুমিনদেরকে বুঝায় যারা শিরক থেকে নিজেদের বিরত রাখে। তিনি আরও বলেন, আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে আসা সঠিক পথের-নিদর্শন অনুসরণ করতে কোন ভুল হয়ে যায় কিনা এ

নিয়ে তারা শঙ্কিত থাকে আবার আল্লাহ্ তায়ালার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাঁর দয়ার ব্যাপারেও আশাবাদী থাকে।

মুয়া ইবনু জাবাল (রাঃ) বলেন, বিচার দিবসে ঘোষনা করা হবে 'তাক্বওয়াবান ব্যক্তিরা কোথায়? রহমানের আরশের ছায়া থেকে তারা উঠে দাঁড়াবে। আল্লাহ তাঁদের কাছে অদেখা থাকবেন না।

আবু হরায়রা (রাঃ)-কে 'তাক্বওয়ার ব্যপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি প্রশ্নকারীকে পাল্টা জিজ্ঞেস করেন - "আপনি কি কখনও কাঁটাভরা পথে হেঁটেছেন"? লোকটি হ্যাঁ সূচক জবাব দিল। আবু হুরায়রা (রাঃ) জানতে চাইলেন যে, " কিভাবে হেটেছেন"? লোকটি বলল, কাঁটা চোখে পড়লে সতর্ক হয়ে গেছি যাতে কাঁটার উপর পা না পড়ে যায়"। আবু হুরায়রা (রাঃ) বললেন- "তাক্বওয়ার অর্থ এটাই (গুনাহ থেকে সতর্ক হয়ে পথ চলা)।

তাক্বওয়া সম্পর্কে মনিষীদের উক্তিঃ

- উমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহঃ) বলেন, দিনে সিয়াম পালণ করা আর রাতে তাহাজ্জুদ পড়াকেই তাক্বওয়া বলে না, বরং তাক্বওয়া হল আল্লাহ তায়ালার নিষেধকৃত বিষয় থেকে বিরত থাকা এবং তাঁর আদেশ মান্য করা। যাকে এর চেয়েও উঁচু পর্যায়ের (আনুগত্যের) সক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যে কল্যানের ওপর কল্যান লাভ করেছে।
- ইবনু রজব (রহঃ) বলেন, তাক্বওয়া হল আল্লাহ তায়ালার ক্রোধ ও শাস্তি থেকে বাঁচার ঢাল। আর এই ঢাল হলে আল্লাহ তায়ালার আদেশ নিষেধ মেনে চলা। পরিপূর্ন তাক্বওয়ার দাবী হল ফরজের পাশাপাশি নফল আমল করা এবঙ হারাম থেকে বাচাঁর সাথে সাথে মাকরূহ ও সন্দেহজনক জিনিসও পরিত্যাগ করা। এটিই তাক্বওয়ার চুড়ান্ত রূপ।
- সাহল ইবনু আব্দুল্লাহ বলেছেন, আল্লাহ ছাড়া কোন সাহায্যকারী নেই, আল্লাহর রাসুল (সাঃ) ছাড়া নেই কোন পথ প্রদর্শক। তাক্বওয়া ছাড়া কোন রিযিক নেই আর তাক্বওয়া দৃঢ় করা ছাড়া কোন আমল নেই, তাক্বওয়া সুদৃঢ় রাখতে চাইলে সকল গুনাহ থেকে বাঁচতেই হবে।

- ইমাম কুরতবী (রহঃ) বলেন, সকল ভালোর সমষ্টিই তাক্বওয়া। পূর্বেই ও পরের সকল প্রজন্মের প্রতি এটিই আল্লাহ তায়ালার হুকুম।
- হাফেজ ইবনু রজব (রাঃ) বলেন, আল্লাহভীতি হচ্ছে বান্দা ও তার প্রভুর মধ্যকার ভীতিকর বিষয় যেমন, আযাব, অসন্তোষ ও শাস্তি থেকে বেঁচে থাকা। আর এটা হচ্ছে তাঁর আনুগত্য করা ও অবধ্যতা ত্যাগ করা।
- ইবনু তাইমিয়া (রহঃ) বলেন, তাক্বওয়া হচ্ছে আল্লাহ যা আদেশ করেছেন তা প্রতিপালন করা এবং যা নিষেধ করেছেন তা পরিত্যাগ করা।
- হাফেজ ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, তাক্বওয়া এমন একটি ব্যাপকার্থক বিশেষ্য যা (আল্লাহর) আনুগত্যে কর্ম সম্পাদন ও অপছন্দনীয় বিষয পরিহার করাকে বুঝায়।
- আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, তাক্বওয়া হচ্ছে যা আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্থ করে এমন বিষয় থেকে পরিপূর্ণ রূপে বেঁচে থাকা।

পবিত্র কুরআনে তাক্বওয়ার প্রয়োগ : পবিত্র কুরআনে তাক্বওয়া শব্দটি তিনটি অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে। যথা :

১। ভয়-ভীতি অর্থে : যেমন আল্লাহ তায়ালার পবিত্র ইরশাদ অর্থাৎ - "তোমরা শুধু আমাকে وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ (সূরা বাকারাহ- ২৪১)

তিনি আরো বলেন وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ (সূরা বাকারাহ - ২৮১)

অর্থাৎ, "তোমরা যে দিনকে ভয় করা যেদিন তোমরা আল্লাহর দিকে প্রত্যানীত হবে"।

অন্যত্র তিন বলেন يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا (সুরা দাহ্‌র - ৭)

অর্থাৎ, "তারা কর্তব্য পালণ করে এবং সেদিনের ভয় করে যেদিনের বিপত্তি হবে ব্যাপক"।

২। আনুগত্য ও ইবাদত অর্থে : যেমন, আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

(সূরা আল-ইমরান-১০২)
অর্থাৎ, "হে মুমিনগণ তোমরা আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় করা এবং তোমরা (আত্মসমর্পনকারী) মুসমি না হয়ে কোন অবস্থায় মরোনা"।
ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন এর ব্যাখ্য أطيعوا الله حق طاعته
আল্লাহর যথার্থ আনুগত্র কর।

ইবনু মাসউদ (রাঃ) ও মুজাহিদ (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাখায় বলেন, এটা হচ্ছে আনুগত্য করা, অব্যধ্যতা না করা; (আল্লাহর) যিকির করা তাকে ভুলে না যাওয়া, তাঁর শুকরিয়া আদায় করা অকৃতজ্ঞ না হওয়।
৩। পাপাচার বা গোনাহের পঙ্কিলতা থেকে অন্তরকে পবিত্র করা : প্রথমোক্ত দু'টি অপেক্ষা এটি তাক্বওয়ার প্রকৃত অর্থ উদ্দেশ্যের অতি নিকটবর্তী। আল্লাহ তায়লার ইরশাদ -

وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ

(সূরা নুর - ৫২)

অর্থাৎ, যারা আল্লাহ তাঁর রাসুলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে ও তাঁর অবাধ্যতা হতে সাবধান থাকে তারাই সফলকাম।

এ আয়াতে আল্লাহ তাঁর রাসুলের আনুগত্য এবং আল্লাহর ভয় উল্লেখ করার পর তাক্বওয়ার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং, প্রকৃত তাকওয়া হচ্ছে অন্তরকে পাপমুক্ত করা।

হাদীসে নব্বীতে তাক্বওয়া মাহাত্ম্য :

- ❖ আবু যর গিফারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত নবী করিম (সাঃ) তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "তুমি যেখানেই থাকে, আল্লাহকে ভয় করে, গোনাহ হয়ে গেলে এরপর পরই (কোন) নেক আমল করে নাও, আর মানুষের সাথে সদাচরণক করো"।
- ❖ ইরবায ইবনু সারিয়াহ (রাঃ) বর্ণনা করেন নবী (সাঃ) একদিন এমন এক খুতবা দিলেন যে, আমাদের অন্তর প্রকম্পিত আর চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠলো, আমরা বললাম- "হে আল্লাহর রাসুল (সাঃ), এ যেন বিদায়ী বক্তৃতার মতো শোনালো। আমাদের কিছু উপদেশ দিয়ে যায় তাহলে", তিনি বললেন, "আমি তোমাদের উপদেশ দিয়ে যাচ্ছি যে, তোমরা আল্লাহকে ভয় (তাক্বওয়া অবলম্বন) কর। কোন দাস ও যদি আমির হিসেবে নিযুক্ত হয তাকে মান্য করো। আমরা পর বেঁচে থাকলে তোমার অনেক ফিতনা দেখতে পাবে। কাজেই আমার সুন্নাহ (পথ) ও সুগমপ্রাপ্ত খলীফাদের পথ আঁকড়ে ধরে থেকো। আর দ্বীনের মধ্যে নতুন উদ্ভাবিত বিষয় (বিদাআত) থেকে দুরে থাকবে। কারণ এ সকল নব-উদ্ভাবিত বিষয় পথভ্রষ্টতা"।
- ❖ আবু সাইদ খুদরী (রাঃ) বলেন, নবী (সাঃ) বলেছেন- "নিশ্চয়ই দুনিয়া সুমিষ্ট শ্যামল (সুস্বাদু দর্শনীয়) আল্লাহ তায়ালা সেখানে তোমাদের খলীফা হিসেবে পাঠিয়েছেন।

তিনি দেখতে চান যে, তোমরা কী কর? অতএব তোমরা দুনিয়া ও নারী থেকে সাবধান থেকো। কেননা বনী ইস্রাইলের মধ্যে প্রথম ফিতনা দেখা দিয়েছিল নারীকে কেন্দ্র করেই"।

আরেক বর্ননায় এসেছে-

- ❖ নবী (সাঃ) বলেছেন, "মুমিন ছাড়া কারও সঙ্গ গ্রহণ করো না আর মুত্তাকী ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ যেন তোমার খাবারে শরীফ না হয়।"
- ❖ নবী (সাঃ) নিজের জন্য ও তাক্বওয়া অর্জনের দুআ করতেন। ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন নবীজি (সাঃ) اللهم إني أسالك الهدي والتقى والعفاف والغنى

“হে আল্লাহ আমি নিকট পর্থ নির্দেশ, তাক্বয়ো (আপনার ভয়) চারিত্রিক পবিত্রতা ও স্বচ্ছলতা কামনা করছি”।

তাক্বওয়ার এমন বিশেষ গুরত্বের কারনেই সাহাবীরা এটি অর্জনে ব্যস্ত থাকতেন ও পরস্পরকে এ ব্যাপরে তাগাদা দিতেন। উম্মতের মধ্যে দুনিয়া আখেরাতের পাথেয়র বাস্তবতা তাদের চেয়ে ভালো আর কে বুঝবে?

সাইয়্যেদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর তাক্বওয়া বা খোদাভীতিঃ

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, একদিন আবু বকর (রাঃ) বললেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ্! আপনি দেখি বার্ধক্যে উপনীত হয়ে গিয়েছেন, তিনি উত্তর দিলেন, "সুরাহুদ, সুরা ওয়াকিয়া, ওয়াল মুরসালাত, আম্মা ইয়াতা সাআলুন ও ইযাশ শামসু কুয়্যিরাত আমাকে বৃদ্ধ করে দিয়েছে"।

হয়রত আবু সাইদ (রাঃ) হতে বর্নিত আছে নবী করিম (সাঃ) বলেছেন, " আমি কিরূপে আয়েশ করতে পারি অথচ শিঙ্গাওয়ালা (ফেরেশতা) কখন তার প্রতি আদেশ হবে এই অপেক্ষায় শিঙ্গা মুখে পুরে নিয়েছে, কপাল ঝুঁকিয়ে ফেলেছে ও কান খাড়া করেছে"। মুসলমানগণ বললেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ! আমরা কি পড়ব? তিনি বললেন, পড় -

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا

অর্থ : আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট তিনিই উত্তম সাহায্যকারী আমরা আল্লাহর উপর ভরসা করলাম। (আহমাদ ও তিরমিযী)।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সাঃ) একজন ক্বারীকে -

إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالًا وَجَحِيمًا

অর্থ, নিশ্চয়ই আমাদের নিকট শিকলসমূহ ও অগ্নিকুন্ড রয়েছে" - পড়তে শুনে বেহুঁশ হয়ে গেলেন।

হযরত আয়শা (রাঃ) বলেন, যখন আকাশে মেঘ ঝড় ইত্যাদি দেখা দিত তখন রাসুল (সাঃ) এর চেহারায় তার প্রভাব পরিলক্ষিত হত এবং চেহারা মোবারক বিবর্ণ হয়ে যেত। ভয়ে কখনও ঘরের ভিতরে যেতেন এবং কখনও বাহিরে আসতেন আর এই দোয়া পড়তে থাকতেন।

اللهم إني أسالك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট এই বাতাসের মঙ্গল কামনা করছি এবং এই বাতাসের মধ্যে (বৃষ্টি ইত্যাদি) যা কিছু আছে তার মঙ্গল কামন করছি এবং যেই জন্য উহা পাঠানো হয়েছে ঐ সবকিছুর মঙ্গল কামনা করছি। আর এই বাতাসের অমঙ্গল হতে এবং তার মধ্যে যা কিছু আছে এবং যে উদ্দেশ্যে উহা প্রেরিত হয়েছে ঐ সবকিছুর অমঙ্গল হতে আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি"।

আর যখন বৃষ্টি শুরু হয়ে যেত তখন তার চেহারার আনন্দ প্রকাশ পেত। আমি আরজ করলাম ইয়া রাসুলুল্লাহ! সব লোকই যখন মেঘ দেখে বৃষ্টির আলামত মনে

করে খুশি হয কিন্তু আপনার মধ্যে এক প্রকার বিচলিত ভাব দেখতে পাই। রাসুল (সাঃ) এরশাদ ফরমান "হে আয়শা। আমার নিকট এর কি নিশ্চয়তা আছে যে, তার মধ্যে আয়াব নেই? কওমে আদ কে।
বাতাসের দ্বারাই আযাব দেওয়া হয়েছিল। তারা মেভ দেখে আনন্দিত হয়েছিল যে, আমাদের জন্য বৃষ্টি বর্ষন করা হবে। অথচ. তার মধ্যে আযাব ছিল।
আল্লাহ তায়ালার এরশাদ - فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ

অর্থাৎ, আদ জাতি এই মেঘমালাকে যখন নিজেদের বস্তির দিকে আসতে দেখলো তখন তারা বলতে লাগলো যে, এই মেঘমালা তো বৃষ্টিবর্ষন করবে (কিন্তু আল্লাহ তায়ালা বলেন) না, এ তো সেই আযাব যার জন্য তোমরা তাড়াহুড়া করতে।

খোদাভীতির এই চরম অবস্থা হল সেই পবিত্র সত্ত্বার যার পূর্বের ও পরের সকল গোনাহ মাফ। আরও এরশাদ হয়েছে, হে নবী! আপনি তাদের মধ্যে থাকাবস্থায় আমি কখনও তাদের আযাব দিবনা। আল্লাহ তায়ালার এই ওয়াদা থাকার পরও রাসুল (সাঃ) এর খোদাভীতি এই ছিল যে, ঝড় তুফানের আলামত দেখলেই পূবৃবর্তী কওম সমূহের আযাবের কথা মনে পড়ে যেত।

- <u>সূর্য গ্রহনের সময় রাসুল (সাঃ) এর আল্লাহ ভীতি</u> : রাসুল (সাঃ) এর যুগে একবার সূর্যগ্রহন হয় সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) গণ চিন্তা করলেন, এই সময় নবীজি (সাঃ) কি আমল করবেন তা দেখতে হবে। সকলেই নিজেদের কাজকর্মের ব্যস্ততা ছেড়ে দৌড়ে আসলেন। যে সমস্ত যুবক ছেলেরা মাঠে তীর চালনার অনুশীরন করছিল তারাও ঐ কাজ ছেড়ে ছুট আসল যে, এই সময় নবীজি (সাঃ) কি আমল করেন তা দেখতে হবে। রাসুল (সাঃ) দুই রাকাআত সালাতুল কুসুক বা সূর্যগ্রহনের নামাজ পড়লেন যা এত দীর্ঘ ছিল যে, লোকেরা বেহুঁশ হয়ে পড়ে যেতে লাগলো। নবী (সাঃ) নামাজে কাঁদছিলেন্র এই দোয়া করছিলেন- " হে পরওয়ারদিগার! আপনি কি আমার সাথে এই ওয়াদা করে রাখেন নাই যে, আমি বর্তমান থাকাবস্থায় তাদেরকে আযা وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ও তাদেরকে আযাব দিবেন না? সূরা আনফারে এরশাদ হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা এই ওয়াদা করেছেন।

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

- অতঃপর নবী করিম (সাঃ) লোকদেরকে নসিহত করলেন যখনই এমন অবস্থা হবে এবং চন্দ্র অথবা সূর্যগ্রহণ হবে তখন তোমরা ঘাবড়িয়ে নামাজে মনোনিবেশ করবে, আমি আখেরাতের যেসব অবস্থা দেখতে পাই যদি তোমরা উহা জানতে তবে তোমরা কম হাসতে ও বেশি কাঁদতে। যখনই এমন অবস্থা হবে তখন নামাজ পড়বেম দোয়া করবে ও দান খয়রাত করবে।

- ❖ সারারাত নবীজি (সাঃ) এর ক্রন্দন, একবার হযরত নবী (সাঃ) সারারাত ক্রন্দন করতে থাকেন এবং সকাল পর্যন্ত নাজাজে এই আয়াত তিলাওয়াত করতে থাকেন-

إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

অর্থ, হে আল্লাহ) আপনি যদি এদরকে শাস্তি দান করেন তবে এ ব্যাপারে আপনি স্বাধীন। কেননা এরা আপনার বান্দা। আর যদি আপনি ক্ষমা করে দেন তবে এ ব্যাপারেও আপনি স্বাধীন কেননা আপনি মহাক্ষমতাশালী।

এইগুলি হল আমাদের নবীজির আল্লাহ ভীতির সামান্য কিছু নমুনা মাত্র পুরো জীবনের চিত্র কলম কাগজে চিত্রিত করা একেবারেই সম্ভপর নয়।

সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) গনের আল্লাহ ভীতির কিছু নমুনা ঃ

দ্বীনের জন্য ত্যাগ স্বীকার করা এবং দ্বীনের খাতিরে স্বীয় জান-মাল, ইজ্জত-আবরু সর্বস্ব উজা করে দেওয়া স্বত্ত্বেও সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) এর মধ্যে আল্লাহ তায়ালার ভয়-ভীতি যে পরিমান পাওয়া যেত তার সামান্য কিছুও যদি - আমাদের মত গুনাহগারদের নসীব হয়ে যেত।

উদাহরনস্বরূপ এখানে কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা হল:

আবু বকর (রাঃ)-এর আল্লাহর ভয় : আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) নবীদের ব্যাতীত দুনিয়ার সকল মানুষ হতে উত্তম। নিঃসন্দেহে তিনি জান্নাতী হবেন। স্বয়ং রাসুর পাক (সাঃ) তাঁর জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ দান করেছেন। জান্নাতের প্রতিটি দরজর হতে তাঁকে সসংবাদ দান করেছেন। তিনি আরও এরশাদ করেছেন, আমরা উম্মতের মধ্যে আবু বকর (রাঃ) ই সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে।

এই সবকিছু স্বত্বেও তিনি বলতেন - হায়! আমি যদি গাছ হতাম যা কেটে ফেলা হতো!, হায়! আমি যদি ঘাস হতাম যা জানোয়ার খেয়ে ফেলতো, হায়! আমি যদি কোন মুমিনের শরীরের পশম হতাম।

হযরত রবীআ আসলামী (আঃ)-র সাথে একবার কোন একটা বিষয়ে আবু বকর (রাঃ)-এর তথা কাটাকাটি হয়ে গেল। তৎক্ষনাত তিন রবীআ (রাঃ)-কে বললেন, তুমিও আমাকে অনুরূপ কথা বলে দাও যাতে প্রতিশোধ হয়ে যায়; কিন্তু তিনি তা করতে অস্বীকার করলেন সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) বলেন, হয় তুমি এমন বলো না হয় আমি রাসুল (সাঃ)-এর কাছে নালিশ করব। এই বলে তিনি উটে চলে গেলেন। এটিই হল প্রকৃত আল্লাহর ভয়। সুবহানাল্লাহ!

হযরত ওমর (রাঃ) এর সেই ঘটনা তো সু-প্রসিদ্ধ যে, তিনি আমিরুল মুমিনীন থাকাবস্থায় একবার রাত্রিতে শহর প্রদক্ষিন করতে করতে একটি ক্ষুধার্ত পরিবারের সন্ধান পান যেখানে একজন মহিলা শুন্য পাতিল চুলায় চাপিয়ে বাচ্চাদের প্রবোধ দিচ্ছিলেন খাবারের কথা বলে। ঐ দৃশ্য দেখে তিনি যখন বাইতুল মাল থেকে খাদ্যশস্য ভর্তি বস্তা নিয়ে তাদের কাছে যাচ্ছিলেন তখন তাঁর গোলাম বারংবার পীড়াপীড়ি করা স্বত্তেও সেই খাদ্রসামগ্রী ভর্তি বস্তা তিনি নিজের পিঠে নিয়ে বহন

করে আসলেন আর গোলামকে বললেন কিয়ামতের দিন ও কি তুমি আমার বোঝা বহন করবে?

হয়রত ওমর (রাঃ) ফজরের নামাজে প্রায়ই সুরা কাহাফ, সুরা তোয়াহা ইত্যাদি বড় বড় সুরা পড়তেন। এবং কাঁদতে থাকতেন; কান্নার আওয়াজ কয়েক কাতার পর্যন্ত পৌঁছে যেত। একবার ফজরের নামাজে সুরা إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ

এই আয়াত পর্যন্ত পৌঁছলেন, তখন কাঁদতে কাঁদতে এমন অবস্থা হল যে, তাঁর আওয়াজ বের হচ্ছিল না। তাহাজ্জুতের নামাজে কখনও কখনও কাঁদতে কাঁদতে পড়ে যেতেন এবং অসুস্থ হয়ে পড়তেন।

হযরত কা'ব (রাঃ) তাবুকের যুদ্ধে অনুপস্থিথ তাকার কারনে রাসুল (সাঃ) অসন্তুষ্ট হলেন। আর কেমন আনুগত্যের সাথে তিনি তা বরদাশত করলেণ এবং দীর্ঘ পঞ্চাশ দিন কান্নাকাটির ভিতর দিয়ে কাটালেন। উপরন্তু যে সম্পদের কারনে তিনি অনুপস্থিত ছিলেন তা-ও সদকা করে দিলেন।

হযরত ওসমান (রাঃ)-এর ভয় : আব্দুল্লাহ ইবনে রুমী (রাঃ) বলেন, আমার নিকট এই সংবাদ পেঁছেছে যে, হযরত ওসমান (রাঃ) বলেছেন, আমার অবস্থান যদি বেহেশত ও দোযকের মাঝখানে হয়, আর আমি জানিনা যে, কোনদিকে আমার জন্য আদেশ হবে তা জানার আগেই আমি নিজের জন্য ছাই হয়ে যাওয়া শ্রেয় মনে করব।

তিনি যখন কবরের আলোচনা শুনতেন তখন এত বেশি ক্রন্দন করতেন যে, দাড়ি মোবারক ভিজে যেত। কেহ জিজ্ঞেস করলেন তার কারন সম্পর্কে তখন তিনি উত্তরে বললেন, আমি নবী করিম (সাঃ) এর নিকট শুনেছি কবর হল আখেরাতের মঞ্জিলসমূহের মধ্যে প্রথম মঞ্জিল বা ঘাঁটি। যে এখানে নাজাত পেল সমস্ত ঘাঁটি তার সহজ হয়ে যাবে। আর যে, এখানে আটকা পড়ে গেল পরবর্তী ঘাঁটি সর্মহ তার জন্য আরও কঠিন হবে।

হযরত আবু ওবয়দাহ (রাঃ) এর ভয় : কাতাবাহ (রহঃ) বলেন, হযরত আবু ওবায়দাহ ইবনে জাররাহ (রাঃ) বলেছেন, আমার ইচ্ছা হয় যদি আমি এখটি ভেড়া হতাম আর মালিক আমাকে জবাই করে আমার গোশত খেয়ে ফেলত, আর আমারা সুরুয়া পান করে ফেলতো।

হয়রত ইমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ)-এর ভয়ঃ হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ) বলেছেন হায়! আমি যদি টিলার উপরে চাই হয়ে পড়ে থাকতাম আর জোর বাতাসের দিন বাতাস আমাকে উড়িয়ে ছড়িয়ে দিত!

হয়রত ইবনে মাসউদ (রাঃ) এর ভয়ঃ আমের ইবনে মাসরুক (রহঃ) বলেন একব্যক্তি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) এর সামনে বলল, আমি আসহাবে ইয়ামীনদের (অথাৎ, ডান হাতে আমলনামা প্রাপ্ত সাধারণ মুমিনদের) অন্তর্ভূক্ত হওয়ার উপরে সন্তুষ্ট নই বরং আমি তো মুকাররাবীনদের অন্তর্ভূক্ত হওয়াতে অধিক পছন্দ করি। হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) বললেন, কিন্তু এখানে এক ব্যক্তি আছে যার পছন্দ হল মৃত্যুর পর যদি তার পুনরুত্থান না হতো! অর্থাৎ, এ কথা তিনি নিজের সম্পর্কে বললেন।

অপর রেওয়ায়েতে হয়রত হাসান (রহঃ) থেকে বর্নিত, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন, যদি আমাকে বেহেশত ও দোযখের মাঝখানে দাঁড় করানো হয় আর বলা হয় যে, তোমাকে এখতিয়ার দেওয়া হল বেহেশত ও দোযখের মধ্যে যেকোন একটি তোমার অধিক পছন্দ হয় বেছে নাও অথবা ছাই-হয়ে যাও, তবে আমি ছাই হয়ে যাওযাকেই পছন্দ করবো।

হযরত আবু যর (রাঃ) এর ভয়ঃ তাঁর সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, খোদার কসম আমি যা জানি যদি তোমরা তা জানতে তবে তোমরা তোমাদের বিবিদের সাথে হাসি-তামাশা করতে না এবং তোমাদের বিছানায়আরাম আয়েশ করতে না। খোদার কসম আমার ইচ্ছা হয় যে, আল্লঅহ তায়ালা আমাকে যেদিন সৃষ্টি করেছেন সেদিন যদি তিনি আমাকে এমন গাছ রূপে সৃষ্টি করতেন যা কেটে ফেলা হয এবং তার ফল খাওয়া হয়।

হযরত আবু দারদা ও ইবনে ওমর (রাঃ) এর ভয়ঃ হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেছেন, মৃত্যুর পর তোমরা যা দেখবে তা যদি তোমরা জানতে তবে মনের মত খানা খেতে না, মনের মত পান করতে না। আর না ছায়া গ্রহনের উদ্দেশ্যে ঘরে প্রবেশ করতে। বরং বুক চাপড়িযে নিজের জন্য কাঁদতে কাঁদতে ময়দানের দিকে বের হয়ে যেতে। হায়! আমি যদি গাছ হতাম যা কেটে ফেলা হয়!

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন হায! আমি যদি এই খাম্বা হতাম!

হযরত মুয়াজ (রাঃ) এর ভয়ঃ

তাউস (রহঃ) বলেন, হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রাঃ) আমাদের এলাকায় আসলেন। আমাদের মুরব্বী শ্রেণীর লোকেরা বললেন, আপনি যদি বলেন তবে আমরা এই পাথর ও কাঠ দ্বারা আপনার জন্য একটি মসজিদ বানিয়ে দিব। তিনি জবাব দিলেন, আমার এই আশঙ্কা হয় যে, কেয়ামতের দিন আমাকে উহা পিঠের উপর বহন করার আদেশ না করা হয়।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) এর ভয়ঃ

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) কাবার শরীফের ভিতর প্রবেশ করলেন। নাফে (রাঃ) বলেন, আমি তাঁকে বলতে শুনেছি যে, (আয় আল্লাহ) আপনি অবশ্যই জানেন কুরাইশের সাথে এই দুনিয়া নিয়ে ঝগড়া করা হতে আপনার ভয়ই আমাকে বিরত রেখেছে।

হযরত শাদ্দাদ (রাঃ) এর ভয়ঃ

হযরত শাদ্দাদ ইবনে আওস আনসারী (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি যখন বিছানায় যেতেন এপাশ ওপাশ করতেন তার ঘুম আসতো না, তখন তিনি বলতেন, আয় আল্লাহ আগুনের ভয় আমার ঘুম উড়িয়ে দিয়েছে তারপর উঠে সকাল পর্যন্ত নামাজ পড়তে থাকতেন।

হযরত আয়শা (রাঃ) এর ভয়ঃ

হযরত আয়শা (রাঃ) বলতেন খোদার কসম আমার ইচ্ছা হয় আমি যদি একটি বৃক্ষ হতাম! খোদার কসম আমার ইচ্ছা হয় আমি যদি একটি মাটির ঢেলা হতাম, খোদার কসম আমার ইচ্ছা হয় যদি আল্লাহ তায়ালা আমাকে কখনও কিছুই সৃষ্টি না করতেন। ইবনে আবি মুলাইকাহ (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত আয়শা (রাঃ) এর ইন্তেকালের আগে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) তাঁর নিকট গেলেন এবং প্রশংসা করে বললেন, সুসংবাদ গ্রহন করুন হে আল্লাহর রাসুলের বিবি, আপনি ব্যতীত আর কোন কুমারীকে তিনি বিবাহ করেন নাই। আসমান থেকে আপনার পবিত্রতা সম্পর্কে (আয়াত) নাযিল হয়েছে। তাঁর চলে যাওয়ার পর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ) গেলেন, হযরত আয়শা (রাঃ) বললেন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস আমার প্রশংসা করে গিয়েছে কিন্তু আজ আমি কারও নিকট আমার প্রশংসা শুনতে চাইনা, বরং আমার ইচ্ছে হয়, হায় আমি যদি একেবারে বিস্মৃত হয়ে যেতাম।

এক আনসারী যুবকের খোদাভীতি:

হযরত ইবনে আব্বাস (রা:) বলেন- যখন আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবী (সা:) এর উপর এই আয়াত নাযিল করলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

অর্থ: হে ইমানদারগণ তোমরা নিজদিগকে ও তোমাদের পরিজনদিগকে সেই অগ্নি হতে রক্ষা কর- যার ইঞ্জিন হবে মানুষ ও প্রস্তরসমূহ।

তখন একদিন রাসূল (স:) ইহা তাঁর সাহাবাদের সামনে তেলোয়াত করলেন। এক যুবক ইহা শুনে বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেল। নবী করিম (সা:) আপন হাত মুবারক তার বুকের উপর রেখে দেখলেন, স্পন্দন বাকী আছে। রাসূল (সা:) বললেন, হে যুবক! বল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ। সে বলল, তিনি তাকে বেহেশতের সুসংবাদ দিলেন। সাহাবা (রা:) বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ এই সুসংবাদ কি আমাদের মধ্যে হতে শুধু তার জন্যই? তিনি বললেন তোমরা কি আল্লাহ তায়ালার কালাম শুন নাই?

ذَٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ قَالَ اللهُ

অর্থ: ইহা উহাদের প্রত্যেকের জন্য যারা আমার সম্মুখে দন্ডায়মান হওয়ার ভয় রাখে এবং আমার শাস্তিকে ভয় করে।

জনৈক রাখালের খোদাভীতি:

নাফে (রহ) বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রা:) একবার মদীনা মুনাওয়ারাসহ হতে বাহিরে যাচ্ছিলেন, খাওয়া দাওয়ার সময় হলে খাদেমগণ দস্তরখান বিছালো এবং সকলে খেতে বসলো। এমন সময় একজন রাখাল বকরী চরাতে চরাতে নিকট দিয়ে যাচ্ছিল। সে সালাম করল। হযরত ইবনে ওমর (রা:) তাকে খাওয়ায় শরীক হতে অনুরোধ করলেন, সে বলল আমি রোযা রেখেছি। ইবনে ওমর (রা:) বললেন এমন কঠিন গরমের দিনে, লু হাওয়া বইতেছে আর তুমি মাঠের মধ্যে রোযা রেখেছ? সে আরয করল আমি আমার আইয়ামে খালিয়াহ (অতীত দিনগুলি) উসুল করেছি। এর দ্বারা সে কোরআন পাকের এই আয়াতের দিকে ইঙ্গিত করেছিল। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা জান্নাতী লোকদের বলবেন, যা সূরা আল-হাক্কার মধ্যে এসেছে, অর্থাৎ খাও এবং পান কর আনন্দ সহকারে ঐ সমস্ত আমলের বিনিময়ে যা তোমরা অতীত দিনগুলিতে (দুনিয়াতে) করেছ। এর পর ইবনে ওমর (রা:) পরীক্ষা স্বরূপ। তাকে

বললেন, আমরা একটি বকরী খরিদ করতে চাই, উহার দাম বলে দাও এবং মূল্য নিয়ে নাও। আমরা সেটা জবাই করব এবং তোমাকেও গোশত দিব। আর তা তোমার ইফতারে কাজে আসবে। সে বলল এই সব বকরী আমার নয়, আমি তো গোলাম, এইগুলি আমার সর্দারের বকরী। হযরত ইবনে ওমর (রা:) বললেন সর্দার কিভাবে জানবে? তাকে বলে দিও যে, বাঘে খেয়ে ফেলেছে। সে আসমানের দিকে ইশারা করল এবং বলল আল্লাহ তায়ালা কোথায় যাবেন? অর্থাৎ সেই পাক পরওয়ারদিগার তো অবশ্যই দেখছেন। তামাম জাহানের মালিক যখন দেখছেন তখন আমি কিভাবে বলতে পারি যে, বাঘে খেয়ে ফেলেছে? হযরত ইবনে ওমর (রা:) আশ্চর্যান্বিত হলেন এবং আনন্দ সহকারে বার বার বলছিলেন যে, এক রাখাল বলে ς ς

ইহার পর হযরত ইবনে ওমর (রা:) শহরে ফিরে আসলেন এবং সেই গোলামকে মনিবের নিকট থেকে বকরীগুলো সহ খরিদ করে দিলেন আর বকরীগুলো তাকেই দান করে দিলেন।

সুবহানাল্লাহ! তাক্বওয়ার প্রতিদান দুনিয়াতেও কিভাবে আল্লাহ তায়ালা দান করেন। এই হল সেই যুগে রাখালদের অবস্থা। নির্জন ময়দানেও তাদের এই ফিকির ছিল যে, আল্লাহ তায়ালা দেখছেন।

তাক্বওয়ার স্তরসমূহ

আল্লাম নুমান ইবনু মুহাম্মদ আল আলুসী তুহফাতুল ইখওয়ান গ্রন্থে বলেন। তাক্বওয়া হচ্ছে আল্লাহর নির্দেশ প্রতিপালন ও তার নিষিদ্ধ বিষয়কে পরিহার করা। এর তিটি স্তর রয়েছে। যথাঃ

১। শিরক থেকে বাঁচা:

আল্লাহর একত্বের প্রতি পূর্ণ আস্থা রেখে সকল প্রকার শিরক থেকে বিরত থাকা। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

"নিশ্চয়ই শিরক বড় অত্যাচার" (সুরা লুকমান)

অন্যত্র এরশাদ হয়েছে·

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করবেন না যে তাঁর সাথে শিরক করেন, আর তিনি এ ছাড়া অন্য গোনাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন।

শিরকের কারণে পূর্বের সব আমল বিনষ্ট হয়ে যায়। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

"যদি তারা শিরক করে তাহলে তাদের আমলসমূহ নষ্ট হয়ে যাবে।"

২। বিদআত থেকে বাঁচা:

জান্নাত লাভের আশায় বা সওয়াবের প্রত্যাশায় ইসলামে এমন কোন কাজ করা যা রাসূল (সা:) ও সাহাবায়ে কেরামের যুগে ছিল না এবং যে ব্যাপারে রাসুল (সা:) কোন অনুমোদন বা সমর্থন নেই সেটা হল বিদআত। বিদআত দুই প্রকার। ১। অভ্যাসমূলক বিদআত। যেমন, জীবনের ব্যবহারিক কাজে কর্মে ও বৈষয়িক জীবন যাপনের জন্য নিত্যনতুন উপায় উদ্ভাবন এবং নব আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতি তৈরী করা অভ্যাসমূলক বিদআত যা বৈধ।

২। ইবাদাতে বিদআত তথা দ্বীনের মধ্যে নতুন কোন কাজ বা পন্থায় সংযোজন করা। এটা নিষিদ্ধ। কেননা শরীয়তের বিধি-বিধান অপরিবর্তনীয়। এতে কোন প্রকার সংযোজন-বিয়োজন চলে না। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "হে নবী তুমি বল আমরা কি তোমাদেরকে সেসব লোকের কথা বলে দেব যারা কর্মের দিক দিয়ে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত তারাই সেই লোক যাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টা পার্থিব জীবনেই নষ্ট হয়ে গেছে। অথচ তারা মনে করে যে, তারা সৎকর্ম করছে" (সূরা কাহাফ)

রাসূল (সা:) বলেন, 'যে ব্যক্তি আমার এই দ্বীনে নতুন কিছু উদ্ভাবন করবে যা তার অন্তর্ভুক্ত নয় তা প্রত্যাখ্যাত।'

৩. ছোট গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা:

গোনাহ্ ছোট থেকে বা বড় তা হতে বেঁচে থাকা মুমিনের কর্তব্য। মানুষের মধ্যে এমন অনেকে আছে, যারা কুফর ও কবীরা গোনাহ হতে বিরত থাকে কিন্তু ছগীরা গোনাহকে ভয় করে না। সেই সাথে অধিক নফল ইবাদত করার চেষ্টা করে না। অথচ এসব হচ্ছে নাজাত লাভের মাধ্যম। রাসূল (সা:) বলেন, 'হে আয়েশা তুচ্ছ গোনাহ থেকেও বেঁচে থাকো, কেননা উক্ত পাপগুলির খোঁজ রাখার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুসন্ধানকারী (ফেরেশতা) নিযুক্ত আছে। আনাস (রা:) বলেন, তোমরা এমন আমল করে থাকো যা তোমাদের দৃষ্টিতে চুলের চাইতেও সুক্ষ অথচ রাসূল (সা:) এর যুগে আমরা সেগুলোকে ধ্বংসাত্মক মনে করতাম। আল্লাহ তায়ালার এরশাদ-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ

অর্থ, হে মুমিনগন তোমরা আল্লাহকে যথার্থ ভয় কর।

সুতরাং, প্রকৃত তাক্বওয়া হচ্ছে ছোট বড় সকল প্রকার পাপকর্ম পরিত্যাগ করার চেষ্টা করা এবং ওয়াজিব ও নফলসহ সকল ইবাদত সাধ্যমত আদায় করার সর্বাত্মক চেষ্টা চালানো।

হাসান বসরী (র:) বলেন, মুত্তাকীর তাক্বওয়া ততক্ণষ থাকে যতক্ষণ হারামে পতিত হওয়ার আশঙ্কায় বহু হালাল বিষয় ত্যাগ করে। সুফিয়ান সওরী (রহ) বলেন, মুত্তাকী নামকরণ করার কারণ হচ্ছে সে ঐ সব বিষয় ছেড়ে দেয় যা তাক্বওয়ার বিরোধী।

মুত্তাক্বীদের গুনাবলীঃ

কুরআনের অসংখ্য জায়গায় আল্লাহ তায়ালা মুত্তাক্বীদের গুনাবলী জানিয়ে দিয়েছেন। এ সংক্রান্ত আয়াতগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বিস্তারিত হল সূরা বাকারার ১৭৭ নং আয়াত। অর্থ: তোমাদের মুখ (শুধু) পূর্ব দিকে বা পশ্চিম দিকে ফিরানোর মধ্যে পূন্য নেই। বরং সৎ কাজ হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা, কেয়ামত দিবস, ফেরেশতা, আল্লাহ তায়ালার অবতীর্ণ কিতাব ও নবীদের মনে প্রাণে মেনে নিবে এবং আল্লাহ তায়ালার প্রেমে উদ্ধুদ্ধ হয়ে নিজেদের প্রাণপ্রিয় ধন-সম্পদ আত্মীয় স্বজন, ইয়াতীম-মিসকিন, মুসাফির সাহায্য প্রার্থী ও ক্রীতদাসের মুক্ত করার জন্য ব্যয় করবে। আর সালাত কায়েম করবে ও যাকাত প্রদান করবে। যারা অঙ্গীকার করে তা পূর্ণ করবে ও যাকাত প্রদান করবে। যারা অঙ্গীকার করে তা পূর্ণ করবে তারাই সত্যাশ্রয়ী এবং তারাই মুত্তাকী।

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন হায়! আমি যদি এই খাম্বা হতাম!

তাক্বওয়ার স্থান

তাক্বওয়া দেখা যায় না তা অন্তরের বিষয়। সেজন্য রাসুল (সাঃ) মানুষের অন্তর পরিস্কার ও পরিশুদ্ধ করার কথা বলেছেন। তাক্বওয়ার স্থান সম্পর্কে রাসুল (সাঃ) বলেন, "তাক্বওয়া এখানে থাকে। এই বলে তিনি তিনবার নিজের বক্ষের দিকে ইশারা করেন"। তাক্বওয়া যেহেতু অন্তুরে থাকে তাই রাসুল (সাঃ) অন্তুর পরিস্কার করার কথা বলেছেন। তিনি বলেন যে, "মনে রেখো নিশ্চয়ই মানুষের দেহে একটি গোশতপিন্ড আছে, যা ঠিক থাকলে সমস্ত দেহই ঠিক থাকে। আর তার বিকৃতি ঘটলে সমস্ত দেহেরই বিকৃতি ঘটে। যে গোশতের টুকরাটি হল অন্তর"।

অন্য হাদীসে এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনু আমর বলেন, একদা রাসুল (সাঃ) কে বলা হল, সবচেয়ে উত্তম মানুষ কে? তিনি বললেন, "প্রত্যেক মাখমুমুল ক্বালব এবীং ছদুকুল লিসান"। সাহাবীরা বললেন আমরা জিহ্বার সত্যবাদিতা তো বুঝি কিন্তু "মাখমুমুল ক্বালব" বুঝিনা। নবী করীম (সাঃ) বললেন- " সে হচ্ছে এমন ব্যক্তি যে পরহেযগার এবং নিষ্কলুষ। আর পরহেযগার এমন ব্যক্তি (১) যার মধ্যে পাপ নেই (২) সীমালংঘন নেই (ত) খিয়ানত নেই (৪) হিংসা নেই "।

আর মহান রাব মানুষের ঐ পরিশ্রম ও খালেস অন্তরের দিকে লক্ষ্য করেন। রাসুল (সাঃ) বলেন-" নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালঅ তোমাদের বাহ্যিক আকৃতি ও সম্পদ দেখেননা বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও আমলেল প্রতি লক্ষ্য করেন।"

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তাক্বওয়ার স্থান হচ্ছে অন্তুর; যা দৃশ্যমান নয়। তবে মানুষের কর্মে ও আচরনে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। পক্ষান্তরে সহ-আমল না করে এবং আল্লাহর নিষিদ্ধ বিষয় পরিহার না করে আল্লাহকে ভয় করার মৌখিক দাবী অবান্তর। এমন লোককে প্রকৃত মু'মিন ও বলা যায় না।

কোন কোন স্থানে আল্লাহকে ভয় করতে হবে

আল্লাহকে সর্বাবস্থায় ও সব জায়গাতেই ভয় করতে হবে তা তো বলাই বাহুল্য। এর নামই প্রকৃত তাক্বওয়া। এ ব্যাপারে হাদীসে এসেছে রাসূল (সাঃ) আবু জর গিফারী (রাঃ) কে

إتق الله حيث ما كنت

অর্থাৎ, তুমি যেখানেই থাকবে আল্লাহকে ভয় করবে বা তাক্বওয়া অবলম্বন করবে। আলোচনার সুবিধার্থে বিষয়টি দু'ভাগে ভাগ করা হল। যথাঃ

ক) **<u>গোপনে ও প্রকাশ্যেঃ</u>**

সর্বাবস্থায় আল্লাহকে যথাসম্ভব ভয় করতে হবে। হাদীসে পাকে এরশাদ হয়েছে, আতা ইবনে ইয়াসার (রাঃ) বলেন, নবী করিম (সাঃ) যখন মুয়ায (রাঃ) কে ইয়ামান পাঠান তখন মুয়ায (রাঃ) বলেছিলেন, আমাকে কিছু উপদেশ দিন। নবী করিম (সাঃ) বললেন 'তোমার জন্য যথাসম্ভব তাক্বওয়া অবলম্বন জরুরী। আল্লাহকে স্মরণ কর প্রত্যেক পাথর ও গাছের নিকটে। আর কোন পাপ কাজ করলে তার জন্য তওবা কর। পাপ প্রকাশ্যে হলে তওবাও প্রকাশ্যে কর আর পাপ গোপনে হলে তাওবা গোপনে কর।

অন্যত্র রাসূল (সাঃ) বলেন, আমি তোমাকে অসিয়ত করছি তোমার গোপন ও প্রকাশ্য কাজে আল্লাহ ভীতির। আর যখন তুমি পাপ কাজ করবে তারপর ভাল কাজ করবে। কোন ব্যক্তির নিকট কোন কিছু চাইবে না। এমনকি তোমার চাবুক পড়ে গেলেও (উঠিয়ে দিতে বলবে না)। আমানতের খেয়ানত করবে না। দু'জনের মাঝে ফায়সালা করবে না।

উল্লেখ্য আবু যার (রাঃ) এর দুর্বলতার কারণে আমানত গ্রহণ ও বিবাদমান বিষয়ে ফয়সালা করতে রাসূল (সাঃ) নিষেধ করেছেন। তাঁর পক্ষে কঠিন হবে বলে রাসূল (সাঃ) মনে করেছেন।

রাসূল (সাঃ) জনমানবহীন স্থানে কিংবা অতি সঙ্গোপনে অপকর্ম করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, সে কাজ তুমি মানুষের দেখা অপছন্দ কর তা তুমি একাকী নির্জনে ও করবে না। তিনি আরও বলেন নাজাত দানকারী তিনটি বিষয় হচ্ছে গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহকে ভয় করা, স্বচ্ছলতা ও দারিদ্রের মধ্যে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা এবং সন্তোষ অসন্তোষে ন্যায়বিচার করা।

(খ) নিজ অবস্থান স্থলে ও সফরে:

স্বদেশ-বিদেশ, নিজ বাড়ী বা পরের বাড়ী সর্বত্র আল্লাহকে ভয় করতে হবে। এ মর্মে হাদিসে এসেছে হযরত আবু হরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত এক ব্যক্তি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল আমি সফরে যাওয়ার মনস্থ করেছি। অতএব আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বলেন- তুমি অবশ্যই তাক্বওয়া অবলম্বন করবে এবং প্রতিটি উচ্চস্থানে আরোহনকালে তাকবীর ধ্বনি দিবে। লোকটি যখন চলে যাচ্ছিল তখন রাসুলুল্লাহ (সা:) বললেন 'হে আল্লাহ তার পথের দূরত্ব সংকুচিত করে দাও এবং সফর তার জন্য সহজসাধ্য করে দাও'। নবী করিম (সা:) মানুষকে বিদায় নেওয়ার সময় ব "أَسْتَودِعُكُمُ اللهَ دِينَكُمْ وَأَمَانَتَكُمْ وَآخِرَ عَمَلِكُمْ وَزَوَّدَكُمُ اللهُ التَّقْوَى وَغَفَرَ ذَنْبَكُمْ وَيَسَّرَ لَكُمُ

الْخَيْرَ حَيْثُمَا كُنْتُمْ"

অর্থাৎ, আমি তোমার দ্বীন, তোমার আমানত ও তোমার শেষ কর্মকে আল্লাহর নিকট গচ্ছিত রাখলাম। আল্লাহ তোমাকে তোমার জন্য কল্যানকে সহজ করে দিন তুমি যেখানেই থাক।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে জীবনের প্রতিটি পদে, প্রতিটি দিক ও বিভাগে সর্বক্ষেত্রে সর্বাবস্থায় আল্লাহভীতি নিয়ে চলতে হবে। মুত্তাকী ব্যক্তি দুনিয়া ও আখেরাতে সম্মান ও ঈর্ষার পাত্র। আল্লাহ আমাদের সকলের জন্য তাক্বওয়ার পাথেয় গ্রহণ করার তৌফিক দান করুন। (আমিন)

তাক্বওয়া অর্জনের প্রতি উৎসাহ প্রদান

(পবিত্র) পাক কালামে ও হাদীস শরীফে তাক্বওয়া অর্জনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ঐ সবকিছু একত্র করলে কলেবর বহুগুনে বৃদ্ধি পাবে। বিধায় সামান্য কিছু এখানে তুলে ধরছি।

১) আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুল (সা:) বলেছেন 'তোমরা কি জান কোন জিনিস মানুষকে সবচেয়ে বেশি জান্নাতে প্রবেশ করা?' তা আল্লাহর ভয় বা তাক্বওয়া ও উত্তম চরিত্র। তোমরা কি জান মানুষকে সবচেয়ে বেশি জাহান্নামে প্রবেশ করায় কোন জিনিস? একটি মুখমন্ডল অপরটি লজ্জাস্থান।

২) আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূল (সা:) কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল কোন লোক সর্বাপেক্ষা সম্মানিত? তিনি বললেন, যে লোক আল্লাহকে বেশি ভয় করে বা তাক্বওয়াশীল সেই সর্বাপেক্ষা সম্মানিত।

৩) হাসান বসরী (রহ:) সামুরা ইবনে জুনদুব (রা:) থেকে বর্ণনা করেন রাসুল (সা:) বলেছেন 'বাংশ গৌরব বা আভিজাত্য হল ধনসম্পদ' আর সম্মান ও ইযযত হল তাক্বওয়া অবলম্বন করা'।

৪) উক্ববা ইবনু আমের (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসুল (সা:) বলেছেন-------- দ্বীন ও তাক্বওয়া ব্যতীত একের উপর অন্যের কোন মর্যাদা নেই। ----------------।

৫) আবু সাঈদ খুদরী (রা:) বলেন তিনি নবী করীম (সা:) কে বলতে শুনেছেন 'ঈমানদার ছাড়া কউকে সাথী করো না' এবং পরহেযগার ব্যতীত তোমার খাদ্য যেন কেউ না খায়'

৬) আবু যার (রা:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সা:) আমাকে বলেছেন 'তুমি যেখানে থাকবে আল্লাহকে ভয় করবে বা তাক্বওয়া অবলম্বন করবে।' কোন কারণবশত, পাপ কাজ হয়ে গেলে তারপর ভালো কাজ করবে। তা তোমার পাপকে মিটিয়ে দেবে।

৭) আনাস (রা:) বলেন, নবী করিম (সা:) একদা এমন খুৎবা দিলেন যার মত খুতবা আমি কখনো শুনিনি। তিনি বলেন, 'যদি তোমরা জানতে যা আমি জানি-তবে অবশ্যই কর্ম হাসতে এবং বেশি কাঁদতে' তখন রাসূল (সা:) এর সাহাবীগণ মুখ নীচু করে নিলেন এবং নীরবে কাঁদতে লাগলেন।

৮) রাসুল (সা:) বলেন 'একটি খেজুরের বিনিময়ে হলেও জাহান্নাম থেকে বাঁচার চেষ্টা কর কিংবা খেজুরের ছাল সমপরিমাণ হলেও জাহান্নাম থেকে বাঁচার চেষ্টা কর'।

৯) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে কাঁদে সে জাহান্নামে যাবে না। দুধ যেমন গাভীর ওলানে ফিরে যাওয়া অসম্ভব; আল্লাহর পথের ধুলা এবং জাহান্নামের আগুন এক সাথে জমা হবে না'

উপরোক্ত আলোচনাসমূহ দ্বারা বোঝা গেল যে, রাসূল (সাঃ) আমাদেরকে তাক্বওয়া অর্জনের জন্য নির্দেশ ও উপদেশ দিয়েছেন। পাশাপাশি এর ফজিলত বয়ান করে মানুষকে তাক্বওয়াবান হওয়ার জন্য উৎসাহ দিয়েছেন। আল্লাহ আমাদের মুত্তাকী হওয়ার তৌফিক দান করুন।

মুত্তাকীদের স্তরে উন্নীত হওয়া মোটেই সহজ সাধ্য নয়; তবে নবী করিম (সাঃ) এর সুন্নাহ ও সালাফদের পদাঙ্ক অনুসরণ করলে আল্লাহ তায়ালার সাহায্যে তা সহজ হয়ে যায়। এখানে তার কয়েকটি ধাপ নিয়ে আলোচনা করা হলঃ

মুত্তাকী হয়ার উপায়সমূহ

প্রথম ধাপ: মুহাসাবা বা নিজের হিসাব নেওয়া দুনিয়ায় নিজের নেক আমল বা বদ আমলের হিসেব রাখাটা আখেরাতে সাফল্যের একটি কারণ- যেমন এরশাদ হয়েছে - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن

يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

"হে ঈমানদারগন তোমরা আল্লাহকে ভয় কর (তাক্বওয়া অর্জন কর) আর প্রত্যেকে যেন খেয়াল রাখে যে, আগামীর জন্য কী প্রেরণ করেছে। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের কাজ সম্পর্কে সম্যক অবগত"।

- ওমর (রা:) বলেন, 'তোমার হিসেব গৃহীত হওয়ার আগে নিজেই নিজের হিসাব নাও। তোমার আমল ওজন হওয়ার আগে নিজেই তার ওজন করো'
- হাসান বসরী (রা:) বলেন, "মুমিন নিজেই নিজের পাহারাদার। আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে সে নিজের হিসেব নেয়। দুনিয়ায় নিজের হিসেব নিলে আখেরাতে তার হিসেব সহজভাবে নেওয়া হবে।" আর দুনিয়ায় এই বিষয়টিকে যে হালকাভাবে নিবে আখেরাতে তার হিসেব বড় কড়াকড়ি হবে।
- মালেক ইবনু দিনার (রা:) বলেন, 'আল্লাহ সেই ব্যক্তির উপর রহম করুন, যে নিজেকে বলে- অমুক লোকটি তো নেক আমলে তোমার থেকে এই পরিমাণ এগিয়ে গেলো'। তারপর নিজেকে তিরস্কার করে আরও ভালোভাবে দ্বীন পালনে এগিয়ে চলে।"

আল্লাহ তায়ালা বলেন- وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ

" না! তিরস্কারকারী নফসের শপথ"

- ❖ এই ব্যাখ্যায় হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন, মুমিন সব-সময়ই নিজেকে পর্যালোচনার অধীন রাখবে। এমনকি পানাহার ও কথাবার্তার ক্ষেত্রেও। আর পাপাচারী কখনই নিজের সমালোচনা করেন।
- ❖ ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) বলেন, " মোটকথা, প্রথমে ফরজ আমলের হিসেবি নিতে হবে। তারপর আসে হারাম কাজের হিসেব। এখানে ত্রুটি পেলে ইস্তেগফার করে নিতে হবে। এবঙ নেক আমল বাড়িয়ে দিতে হবে,

যাতে পাপ কেটে যায়। এরপর দেখতে হবে নিজের উদাসীন ও অবহেলায় কাটানো সময়গুলো। এখানে ঘাটতি থাকলে তাওবা ও যিকির-আযকার করে ক্ষতিপূরণ করতে হবে। সবশেষে মুখ, হাত-পা ও চোখ, কানের হিসেব। এই অঙ্গ দিয়ে ঐ কাজটা কেন করলাম? সেই কাজটা কেন করলামনা? ইত্যাদি। আল্লাহ তায়ালা বলেন, -

فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ

"আপনার প্রতিপালকের শপথ! আমি তাদের প্রত্যেককেই জিজ্ঞাসাবাদ করব। তারা যা কিছু (ভালো বা মন্দ) করেছে সে সম্পর্কে।"

- দ্বিতীয় ধাপ ঃ নাফসকে শাস্তি প্রদান : বান্দা যতই আল্লাহকে মান্য করার চেষ্টা করুক ভুল-ভ্রান্তি হবেই। সালাফদের কারও ভুল বা বিচ্যুতি হয়ে গেলে তারা নিজেদের নফসকে শাস্তি দিতেন। শুনতে সহজ মনে হতে পারে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার পরিপূর্ণ অনুগত্য কঠিন সেই অনুপাতেই নিজেদের শাস্তি দিতেন তাঁরা।
- একবার আসরের সালাতের জামাত ছুটে যাওয়ায় উমর (রাঃ) দুই লাখ দিরহাম মূল্যের একখন্ড জমি সাদাকা করে দিলেন।
- ইবনু ওমর (রাঃ) এক ওয়াক্ত জামাত ধরতে না পারলে সারারাত জেগে নফল এবাদাত করতেন এবং দু'জন দাসমুক্ত করে দিতেন।
- তামীম দারী (রাঃ) একরাতে তাহাজ্জুদের জন্য উঠতে পারেননি এরপর পুরো একটা বছর তিনি রাত্রি জাগরন করেছেন।
- হযরত তালহা (রাঃ) এর একবার নিজের বাগানে সালাত রত অবস্থায় মনোযোগ একটি পাখির দিকে চলে যায়। তিনি এই ভূলের কাফফারা হিসেবে বাগানের সাদকাহ্ করে দেন।
- হাস্সান ইবনু আবি সিননে (রাঃ) একটি দালানের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় লোকজনকে এর নির্মাণ কালের সম্পর্কে জিজ্ঞেস কললেন। হঠাৎ, খেয়াল করলেন যে, তিবন অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে মাথা ঘামিয়ে ফেলেছেন। এরপর পুরো এক বছর নফল সিয়াম পালন করে তিনি এর প্রায়শ্চিত করেন।
- ইমাম গাযযালী (রহঃ বলেন- " দৃঢ়চেতা মানুষেরা এভাবেই নিজের নফসকে শাস্তি দিতেন। মানুষ অবাধ্যতার ভয়ে পরিবারের সদস্যদের শাস্তি দেয়; অথচ নিজের নফসকে ঠিকই ছেড়ে দেয়। ব্যাপারটা বড়ই

অদ্ভুত। পরিবারকে যদি আপনি ছেড়ে দেন তবে সে আপনার বিরুদ্ধে অবস্থান নিবে কিন্তু নফসকে যদি ছেড়ে দেন তবে এটা (পরিবারের চেয়েও) ঘোরতার শত্রুতে পরিনত হবে। এবঙ আপনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসবে। আর এর অনিষ্টের পরিমাণ পারিবারিক অনিষ্টের চেয়ে ঢের বেশি। পরিবার নফস তো আখেরাতের চিরস্থায়ী আবাদকে বরবাদ করে ছাড়বে। তাই এটিই শাস্তির বেশি যোগ্য"।

❖ <u>তৃতীয় ধাপ</u> : নফসকে নেক আমলের দিকে ধাবিত করা : আখিরাতের পরম শাস্তির মূল্য বুঝলেই কেবল বান্দা এ বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে পারবে। এজন্যেই সালাফদের কাজকর্ম হতো কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী। নেক আমল করার তৌফিক লাভ হলে তাঁরা আল্লাহ তায়ালার কাছে কৃতজ্ঞতা আদায় করতেন ও কবুল হওয়ার জন্য দু'আ করতেন। আর ভুলত্রুটি হয়ে গেলে অনুতপ্ত মনে করে নিতেন যথাযথ তওবা।

❖ <u>আব্দুল্লাহ ইবনে দাউদ (রহঃ)</u> বলেন, চল্লিশ বছর হয়ে গেলেই তারা বিছানা থেকে নিজেদের গুটিয়ে নিতেন। (অর্থাৎ, ঘুমের পরিমাণ কমিয়ে দিতেন)।

❖ <u>আলী ইবনু আবি তালিব (রাঃ)</u> বলেন, দ্বীনদার লোকের লক্ষন হল (গুনাহ থেকে) সতর্কতা বশতঃ মলিন চেহারা, অধিক কান্নার কারণে দূর্বল দৃষ্টিশক্তি, সিয়ামের কারণে শুকনো ঠোঁট, আর ইবাদাতের কারণে ধুলিমলিন অবস্থা।

❖ <u>আব্দুল্লাহ আনতাকি (রহঃ)</u> বলেন, "হৃদয়ের ঔষধ পাঁচটি। নেককারদের সঙ্গ, কুরআন তিলাওয়াত, গুনাহ থেকে আত্মার পরিশুদ্ধি, তাহাজ্জুদের সালাত এবং ভোরবেলা কান্নাকাটি সহকারে দু'আ।"

❖ <u>চতুর্থ ধাপ</u> : নেককারদের সাহচার্য বা সঙ্গ লাভ : উপরোক্ত ধাপগুলোর পর শ্রেষ্ঠতম কাজ হল নেককারদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সঙ্গলাভ। এবং কথায়-কাজে তাদের অনুকরণ। এটি তাক্বওয়ার নিকটবর্তী করে। এখানে নেককারদের কিছু উক্তি তুলে ধরা হলঃ

❖ <u>আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)</u> বলেন- পরকালের পাথেয় ছাড়া কবরে যাওয়া মানে জাহাজ ছাড়া সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়া।

❖ <u>উসমান (রা)</u> বলেন- দুনিয়ার ভাবনা অন্তরের আঁধার আর আখেরাতের ভাবনা অন্তরের আলো।

❖ <u>আলী (রাঃ)</u> বলেন, যে জ্ঞান অন্বেষন করে জান্নাত তাকে খুঁজে বেড়ায় আর যে পাপ অন্বেষন করে তাকে ধাওয়অ করে জাহান্নাম।

❖ <u>হাসান বসরী (রহঃ)</u> বলেন- ছয়ভাবে অন্তর কলুষিত হয।

ক) এক সময় তওবা করে নেয়া এই আশায় গুনাহ রা।

খ) জ্ঞান-অর্জন করেও তা প্রয়োগ না করা।

গ) নিষ্ঠবিহীন আমল

ঘ) আল্লাহকে কৃতজ্ঞতা না জানিয়ে তাঁর রিযিক ভোগ করা।

ঙ) তাক্বদীরের উপর সন্তুষ্ট না হওয়া।

চ) মৃতকে কবর দিয়েও কোন শিক্ষা না নেওয়া।

❖ ইবনুল কায়্যিম (রহঃ) বলেন, তাক্বওয়ার লক্ষন হল ইবাদাতে আত্মনিয়োগ আর ইবাদাতের লক্ষণ হলে সন্দেহজনক বিষয় হতে দূরে থাকা। আশার লক্ষন আল্লাহর আনুগত্য। সহনশীলতার লক্ষন মিথ্যা আশা পরিত্যাগ।

পরিশিষ্ট্য :

❖ পরিশেষে আমি বর্তমান জাতীয় মসজিদের খতীব মুফতী আব্দুল মালেক হাফিজাহুল্লাহর নিকট অতীতে দেওয়া একটি জুমার খুতবার অংশ বিশেষ এর মাধ্যমে আলোচ্য প্রবন্ধের ইতি টানতে চাইছি। হামদ ও সানার পর মজলিসের আদর সম্পর্কে আলোচলার পর তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর অধিকাংশ খুতবার শুরুতে তাক্বওয়া বিষয়ক কয়েকটি আয়াত তিলাওয়াত করতেন। এর মধ্যে সুরা আলে ইমরান, নিসা, আহযাব ও হাশর অন্যতম। আজকে সুরা আহ্যাব এর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা জানবো ইনশাআল্লাহ।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

আল্লাহ তায়ালা এই আয়াতে মুমিনদেরকে তাক্বওয়া অর্জন করতে বলেছেন। এরপর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান দিয়েছেন, তা হলো সঠিক কথা বলা। সঠিক কথা মানে হচ্ছে, মিথ্যার মিশ্রন ছাড়া সঠিক সত্য কথা।

এই আদেশের ব্যাখ্যা অন্য আয়াতে এসেছে-

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

অর্থাৎ, - “যে বিষয়ে তোমার জানা নেই তার পিছনে পড়ো না। কারণ তোমার কান, চোখ এবং অন্তর সব বিষয়েই কেয়ামতের দিন তোমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।”

আলোচনার শেষাংশে তিনি আরও বলেন- মানুষ যখন তার অন্তরে আল্লাহকে ভয় করবে এবং সঠিক কথা বলবে আল্লাহ তার গুনাহ মাফ করে দিবেন এবং তাঁর আমলকে সুন্দর করে দিবেন।

এরপর আল্লাহ তায়ালা বলেন- يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

“যে আল্লাহকে এবং রাসুলকে [illegible]

আল্লাহকে অনুসরণ করার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করতঃ আল্লাহর আদেশকৃত সকল বিধানকে মানা, এবং সকল নিষেধকৃত কাজ থেকে বিরত থাকা।

রাসুলকে অনুসরণ করার অর্থ হচ্ছে রাসুলের সুন্নাহকে পরিপূর্ন ভাবে অনুসরন করা। কেউ যদি সুন্নতের পরিবর্তে বিদাতকে গ্রহণ করে অথবা সুন্নত পরিপন্থি কোন মতাদর্ম লালন করে তাহলে সে প্রকৃত রাসুলের অনুসারী হবে না। আল্লাহ তায়ালা

আমাদেরকে, আমাদের জবান ও হাতকে হেফাজন করে উত্তম কথা ও কাজের মাধ্যমে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের পরিপূর্ণ অনুসারী হওয়ার তৌফিক দান করুন।

নবীদের ওয়ারিশ, জামানার কৃতি সন্তান, উম্মাহর রাহবার, মুহাক্কিক আলিম যাঁর নামের পর আর কোন বিশেষনের প্রয়োজন হয় না তাঁর উপরোক্ত আলোচনার সূত্রে ধরে আমিও বলতে চাই আল্লাহ তায়ালা আমাকেও আমাদের সকলকে তাক্বওয়ার গুনে গুনান্বিত হয়ে প্রকৃত মুত্তাকী হওয়ার সৌভাগ্য ও তওফিক নসীব করেন। কেননা তাঁরই ইরশাদ-

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ

" তুমি ইচ্ছাও করাতে পারো না তাঁর ইচ্ছা ব্যতীরেকে"।
তাই তাঁর পক্ষ থেকে তওফিক চাই। ওয়ামা তাওফিকী ইল্লা বিল্লাহ।

সহায়কগ্রন্থসমূহঃ

১. তাক্বওয়া - ডঃ মুহাম্মদ কাবীরুল ইসলাম।
২. তাক্বওয়া মুমিনের সম্বল - ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ)।
- ইমাম ইবনু রজব হাম্বলী (রহঃ)।
- ইমাম গাজালী (রহঃ)।
৩. ফাজায়েলে আমাল - শাইখ যাকারিয়্যা কান্ধলভী (রহঃ)।
৪. ফাজায়েলে সাদাকাত - শাইখ যাকারিয়্যা কান্ধলভী (রহঃ)।
৫. হায়াতুল সাহাবাহ - মাওলানা ইউসুফ কান্ধলভী (রহঃ)।
৬. খুতবা - মাওলানা আব্দুল মালেক (হাফিঃ)।